গাংনীতে নির্মাণাধীণ কাজে জটিলতা নিরসনে গঠিত কমিটির পরিদর্শন

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের প্রানকেন্দ্র বড়বাজার এলাকার নির্মাণ কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ রয়েছে।

ফলে গাংনী উপজেলাবাসির দুভোর্গ বেড়েছে। রাস্তার নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় গাংনী বড়বাজার এলাকায় ছোট বড় দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি। এতকিছুর পরেও রাস্তার এই অংশটি নির্মাণের কোনো উদ্যোগে গ্রহণ করেনি সড়ক বিভাগ।

জানা গেছে, সড়ক বিভাগের নিজস্ব জায়গা অজ্ঞাত কারণে প্রভাবশালী মহলের কাছে রেখে জেলা পরিষদের জায়গা দখলের অপচেষ্টা করছেন সড়ক বিভাগের সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী (এসডি) মিজানুর রহমান।

একটি সূত্র মতে জানা গেছে, ইতোপূর্বে সড়ক বিভাগ গাংনী উপজেলা শহরের সড়ক বিভাগের উপর স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য নোটিশ জারি করে মাইকিং করলেও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেনি। ফলে সড়ক ও জনপথ বিভাগের কোটি কোটি টাকার সম্পদ অবৈধ দখলে নিয়ে চারতলা বিল্ডিং তৈরী করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের উৎস তৈরী করেছে একটি প্রভাবশালী মহল।

এদিকে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নিজস্ব জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত না করে উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (এসডি) মিজানুর রহমান জেলা পরিষদকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জেলা পরিষদের জায়গা দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এসব ঘটনায় ইতোমধ্যে জায়গার মালিকানা নির্ধারণে উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত টিম গত সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলা শহরে আসেন। তদন্ত টিমের প্রধান ছিলেন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান, সদস্য হিসেবে ছিলেন, মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড ইকুইজেশন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রতিনিধি ও মেহেরপুর সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী। এসময় গাংনী বাজারের বিশিষ্ট জন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ীরা

উপস্থিত ছিলেন।

সড়ক বিভাগের সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী (এসডি) মিজানুর রহমান বলেন, আমরা যৌথভাবে তদন্ত করেছি। এই তদন্ত টিমের প্রধান রিপোর্ট লিখবেন। সেই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে যত দ্রুত সম্ভব যৌথ পরিমাপ করে বিষয়টি চুড়ান্ত করার জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি বলেন, জেলা পরিষদের দাবি একটা প্লট, আর আমাদের দাবি আরেকটা প্লট। আসলে ওদের (জেলা পরিষদের) কাগজপত্র যেটা ওদের কাগজপত্র অনুযায়ী ওদের প্লট যেটা আমরা সেটা চাইনি। আমরা যেটা চাচ্ছি জেলা পরিষদ সেটা মানছেন না। এসডি মিজানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনারা নিজেদের জমি চাইলে জেলা পরিষদ মানবেনা কেনো? এব্যাপারে তিনি বলেন, আমরা আমাদের জমি চাচ্ছি, জেলা পরিষদের আটকানোর বিষয়ও না, কিন্তু তারা যৌথ পরিমাপ করছেনা। যৌথ পরিমাপ করলেই তো বোঝা যেতো এটা আমাদের নাকি তাদের প্লট।

সড়ক বিভাগের জায়গা ফেলে রেখে জেলা পরিষদের জমিতে যেতে চাচ্ছেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এব্যাপারে কোনো কথা বলার এখতিয়ার আমার নেই। আমি কোনো কথা বলবোনা। এটা এখন ডিডি সহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিষয়। তারা জ্যান্ডিলিংখ করছে আপনি তাদের কাছে প্রশ্ন করেন।

প্রকৌশলী শাহিনের দুর্নীতির তদন্তে নেমেছে দুদক

সড়কের কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে মেহেরপুর সড়ক বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী শাহিন মিয়ার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি দুদক প্রধান কার্যালয়ের মহাপরিচালক মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে পাঠায় দুদক। চিঠিতে বলা হয়েছে, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের ফোর লেন প্রাক্কলন, আমঝুপি-মদনাডাঙ্গা ডাঙ্গা-শ্যামপুর সড়ক সংস্কার, গাংনী -মালশাদহ সড়ক সংস্কার, গাংনী-কাথুলী সড়ক

সংস্কার কাজের বরাদ্দ ও ব্যয় তথ্য উপাত্ত চেয়ে ৭ তারিখের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়। এদিকে, মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগ থেকে দুদকের চাহিদামত কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে।

এদিকে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি-মদনাডাঙ্গা-শ্যামপুর সড়কে অনিয়ম করে সংস্কার কাজ শেষ হয় ২০২৩ সালের জুন মাসে। একই সড়কের অনিয়ম ঢাকতে দু তিনমাসের মাথায ওই সড়কে ফের সংস্কার কাজের দরপত্র আহবান করেছে। বিধান রয়েছে সড়ক সংস্কারের একবছর পর পুনঃসংস্কার কাজ করা যাবে। অথচ আইন উপেক্ষা করে তিনমাসের মাথ্যায় দরপত্র আহবান করা হয়েছে। যা নিয়ে কানাঘুষা চলছে সংস্কার কাজের বিলের টাকা পুরোটা গিলে খাবে সওজের কর্মকর্তা ও চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার।

গত জুনে শেষ হয় মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মদনাডাঙ্গা সড়কে প্রায় ১১ হাজার মিটার রাস্তার সংস্কারের কাজ। ওই সড়ক নির্মান শেষ হবার দুই মাসের মাথায় গত ৬ আগস্ট ২০২৩ প্রাক্কলন দাখিল করে উপসহকারী প্রকৌশলী মো. শাহীন মিয়া ও উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান। প্রাক্কলনে ‘রিপিয়ারিং পটহোলস কার্পেটিং ও অয়ারিংকোর্স’, কাজের দরপত্র আহবান করে ২৮ আগস্ট ২০২৩। ৬ কোটি ৮১ লাখ টাকার এই কাজ দেয়া হয় জহুরুল লিমিটেড ও মো. আমিনুল হক লিমিটেডকে। একই দরপত্রে জেলা শহরের ওয়াবদা মোড় থেকে কালিবাড়ি পর্যন্ত এক কিলোমিটার রাস্তায় গত জুনে ২শ রোডস্ট্যাড, সাইন সিগনাল ও ক্যান্টিলিভার সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়। ওই একই রাস্তায় তিনমাসের মাথায় ফের ৬শ পিস রোডস্ট্যাড, ১০টি সাইন সিগনাল ও ৪টি ক্যান্টিলিভার সাইনবোর্ড স্থাপন কাজের দরপত্র আহবান করা।

এর আগে গত জুনে ওই সড়কে ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৪ হাজার মিটার মেসার্স সেলিনা এন্টার প্রাইজ, ৭৪ লাখ ৮২ হাজার টাকা ব্যয়ে ৪ হাজার ৫শ মিটার মো. আমিনুল হক লিমিটেড ও ৪৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৮শ মিটার জনি এন্টার প্রাইজ দায়সারাভাবে সংস্কার কাজ করে।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী মো. শাহিন মিয়া বলেন- আগে পিএমপি মাইনর (প্রিওডিক মেনটেন্যান্স) কাজ করা হয়েছে। এবার পিএমপি মেজর কাজ করা হচ্ছে। এই কারণেই তিনমাসের মাথায় ফের দরপত্র আহবানের মাধ্যমে কাজ করা হচ্ছে।

দুদকের চিঠির বিষয়ে মেহেরপুর সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী

খন্দকার গোলাম মোস্তফা দুদকের চিঠির কথা স্বীকার করে বলেন, দুদক থেকে যা যা তথ্য উপাত্ত চাওয়া হয়েছিলো আমরা তাদের সকল তথ্য সরবরাহ করেছি।

দুদকের সমস্বিত কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সাইদুর রহমান বলেন, মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী শাহিন মিয়াকে নিয়ে দুদকের একটি তদন্ত চলমান রয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, উপসহকারী প্রকৌশলী শাহিন মিয়ার স্টিমেট করা অধিকাংশ প্রকল্পতে সরকারি টাকা তছরুপ করার ঘটনা ঘটেছে। যা নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশিত সংবাদ দুদকের গোচরীভুত হলে দুদকসহ সংশ্লিষ্টরা বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে উঠেছে।

ঝিনাইদহ সড়ক বিভাগের গাড়ী থেকে ফেন্সিডিল উদ্ধার, আটক ৩

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুপুর এলাকা থেকে ফেন্সিডলসহ ৩ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব-৬। আজ শনিবার (৯মার্চ) ভোরে তাকে আটক করা হয়। জব্দ করা হয়েছে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের ব্যবহৃত একটি গাড়ী। যা বিভাগের পদস্থ এক কর্মকর্তা ব্যবহার করেন। গাড়ীতে সড়ক বিভাগের লোগো লাগানো ছিলো।

আটককৃতরা হলো-গাড়ী চালক ঢাকার তেজগাও কুনিপাড়া এলাকার শাহাজাদা ফিরোজের ছেলে রমজান হোসেন দেওয়ান (৩০), বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার গোডাঙ্গা গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে জুবায়ের হোসেন জুয়েল ও চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার শেনেরহুদা গ্রামের মৃত মাহাতাব উদ্দিনের ছেলে নজর হোসেন (২৫)।

র্যাব-৬, সিপিসি-২ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মেজর নাঈম আহম্মেদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে চুয়াডাঙ্গা থেকে সড়ক বিভাগের একটি গাড়ী যোগে ঢাকায় ফেন্সিডিল পাচার হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার ভোরে সদর উপজেলার

মধুপুরে চেকপোস্ট বসায় র্যাব। সেসময় সন্দেহ হলে একটি পাজারো গাড়ীর গতিরোধ করে তল্লাসী করলে পাওয়া যায় ১৫০ বোতল ফেন্সিডিল। সেসময় আটক করা হয় ড্রাইভারসহ ৩ জনকে। এ ঘটনায় র্যাবের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

ঠিকাদার ও সড়ক বিভাগের গাফিলতিতে এখন ধুলার শহর গাংনী

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা শহর এখন ধুলার শহরে পরিনত হয়েছে। সড়ক বিভাগের গাফিলতির কারণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার ও প্রতিদিন পানি না ছিটানোর জন্য দিনের বেলায় অন্ধকার মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহর।

ধুলায় ঢাকা পড়েছে জনগুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল এই জনপদ। শহরে উড়ছে ধুলা-বালু। ধুলার কারনে গাংনী উপজেলা শহরে বেড়েছে বায়ু দূষণের মাত্রা। রাস্তায় নেমেই নাকাল হচ্ছেন শহরবাসী। নাকে-মুখে, চোখে ধুলা ঢুকে দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম। দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে জনজীবন।

দূষিত পরিবেশে বাড়ছে রোগ-বালাই। বিশেষ করে অ্যাজমা, এলার্জি, কাশিসহ শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধরা। হাসপাতাল, ক্লিনিক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের চেম্বারে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। এমন দূষণে চরম হুমকির মুখে উপজেলার জনস্বাস্থ্য।

এদিকে রাস্তা নির্মান কাজের ধীরগতিতেও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন এলাকাবাসী। সড়ক ও জনপদের কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা। অনেকে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছেন এ অবস্থা দেখার কী কেউ নেই?

গাংনী সিনেমা হলপাড়া এলাকার বাসিন্দা আরোজ আলী ও দোকানী বাদল মিয়া বলেন, প্রধান সড়কের পাশে হাটু পর্যন্ত ধুলা জমেছে। যানবাহনগুলো যাওয়ার সাথে সাথে ধুলোয় অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে এলাকা। দোকানের মধ্যে এমন কি বাসা বাড়িতেও ধুলায় ভর্তি হয়ে যাচ্ছে।

স্কুল শিক্ষক আবু হোসেন ও ব্যাংক কর্মকর্তা বাবু বলেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলাফেরা করছি। ব্যবসায়ী আনারুল মিয়া ও সেন্টু আলী বলেন, আমাদের ট্যাক্সের টাকায় সরকারের কর্মকর্তারা গাড়িতে এসি লাগিয়ে চলাফেরা করেন। এগুলো তাদের চোখে পড়েনা? প্রশ্ন করে বলেন, ট্যাক্সের টাকা যদি জনগণের কাজেই না লাগে তাহলে, কেন আমরা ট্যাক্স দেব?

গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকার রিন্টু মিয়া বলেন, রাস্তার উন্নয়ন কাজ চলছে একটু সমস্যা হবে সেটা আমরা জানি। কিন্তু, রাস্তার পাশে খুড়ে সেখানে বালি খোয়া ভরাট না করে ফেলে রেখেছে। খোয়া নির্দিষ্ট পরিমান না দিয়ে শুধু স্থানীয় বালি দেওয়ার কারনে ধুলাবালির সৃষ্টি হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভােগের কর্মকর্তাদের সেদিকে খেয়াল নেই।

শিশিরপাড়া গ্রামের আনসার আলী ও মোজাম্মেল হক বলেন, আমাদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে। এই ধুলার মধ্যে প্রতিদিন গাংনী শহরে যাওয়া আসা করতে শ্বাসকষ্টের সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রিকশাচালক হান্নান মিয়া বলেন, অনেক দিন ধরেই রাস্তার এ অবস্থা। আমরা রিকশা চালকরা সবচেয়ে বেশি বিপদে আছি। ধুলাবালির কারণে রিকশা চালাতে খুব সমস্যায় পড়তে হয়। ধুলাবালিতে মাস্ক ব্যবহার করি, কিন্তু কতক্ষণ আর মাস্ক পড়ে থাকা যায়?

গাংনী শহরের ব্যবসায়ী মিনারুল ইসলাম ও ফুটপথের ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেন বলেন, সড়কটির কাজ হচ্ছে একেবারেই কচ্ছপ গতিতে। কাজে গতি আনার উদ্দোগ নিতে হবে।

রাস্তা সংস্কারের জন্য যে পরিমান ধুলা হয় সেটা বন্ধ করতে হলে সড়ক ও জনপদ অফিসের মাধ্যমে দিনে অন্তত্য তিন বার পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রায় ৫/৬ মাস এ অবস্থায় থাকলেও মাসে একদিন পানি ছিটানো হচ্ছে না।
দ্রুত সড়কটি মেরামতের কাজ শেষ করে ধুলা থেকে মুক্তি চান গাংনীবাসি।

সড়ক ও জনপদ বিভাগ (সওজ) সূত্রে জানা যায়,প্রায় আট শ কোটি টাকা ব্যয়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের তিনটা প্যাকেজে আট কিলোমিটার ফোর লেনসহ নির্মাণ কাজ চলছে। যা মেহেরপুরের গাংনী অংশে প্রায় ৯০ কোটি টাকার উপরে ব্যায় ধরা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা শহরে প্রায় পৌণে চার কিলোমিটার ফোরলেন রাস্তা নির্মাণ হবে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্েসের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) আব্দুল আল মারুফ বলেন, ধুলাবালি মানব স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ধুলাবালির কারণে অ্যাল্যার্জিক রাইনাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সাইনোসাইটিস, অ্যাজমা, বাধাজনিত শ্বাসরোগ, চোখ ওঠা, নিউমোনিয়া, রেসট্রিকটিভ লাঞ্চ ডিজিজ, ফুসফুস বা শ্বাসনালীর অন্য যে কোনো রোগ থাকলে তার প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে। ধুলার দূষণ এসব রোগের অন্যতম কারণ। এতে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে।’

এবিষয়ে মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা বলেন, রাস্তায় ধুলাবালি রোধ করতে নিয়মিত পানি ছিটানোর নির্দেশ রয়েছে। ঠিক আছে আমি ঠিকাদারকে বলে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করছি।

ঠিকাদার জাহিরুল লিমিটেডের মালিক জহিরুল ইসলামকে মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিলে একবার কল রিসিভ করলেও কথা না বলে কেটে দেন। ফলে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

আমঝুপি-শ্যামপুর সড়কে ঠিকাদারের কাজ করে দিয়েছে সড়ক বিভাগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি-মদনা-শ্যামপুর সড়কে ৪২ লাখ ৬৯ হাজার টাকা বরাদ্দে চার কিলোমিটার সড়কের সংস্কার কাজের জন্য দরপত্র দেয় সড়ক ও জনপথ বিভাগ। যে কাজটি পায় মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের মালিকানাধীন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সেলিনা এন্টারপ্রাইজ।

দরপত্র হওয়ার পরও ওই সড়কে রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দ থেকে ভাঙাচোরা মেরামত করিয়েছেন সড়ক বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মিজানুর রহমান। ফলে সরকারি অর্থ তছরুপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

গত বছরের নভেম্বর মাসে কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হলেও চলতি বছরের মে মাসেও কাজ শুরু হয়নি। তবে এর মধ্যে সড়ক ও জনপথ বিভাগের সচিবের পরিদর্শনের দোহায় দিয়ে ভাঙা চোরার কাজ করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগের খরচে। অথচ ভাঙা কাজের জন্য দরপত্রে বরাদ্দ দেওয়া রয়েছে ১লাখ ৭৪ হাজার টাকা।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সড়ক ও জনপথ বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণের ট্রাক গিয়ে বিভিন্ন স্থানের ভাঙাচোরা সংস্কার করে। স্থানীয়রা জানান, কয়েকদিন ধরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের লোকজ ট্রাক নিয়ে এসে ভাঙাচোরা কাজ করে গেছে। শুনেছি, এই রাস্তার টেণ্ডার হয়েছে। কিন্তু কেন যে কাজ শুরু হচ্ছে না তা জানিনা।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী শাহীন উদ্দিন এ কাজের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি জানান, আগামীকাল (আজ) থেকে কাজ শুরু করার কথা। তবে সড়ক বিভাগ থেকে যে কাজ করা হয়েছে তা বরাদ্দ থেকে সমন্বয় করা হবে।

তবে, সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মিজানুর রহমান প্রথমে স্বীকার না করলেও পরে বলেন, সচিব স্যারের মেহেরপুরে কর্মসূচী ছিলেন। সে কারণে জেলার যে যে সড়কে ভাঙা চোরা ছিলো সেগুলো মেরামত করা হয়েছে। ওই হিসেবে ওই সড়কও মেরামত করা হয়েছে।